পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

৩০ শে শ্রাবণ, ১৩৮২ বাংলা : ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ ইং : ৬ই শা'বান : ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শে বর্ষ
৭ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ সূরা আল-কাফেরুন : তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর	মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ ও সংকলনঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১
০ হাদিস শরীফ : ধর্মের মূল লক্ষ্য ও কর্তব্য	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৫
০ অমৃতবাণী : "ইসলামকে সকল মিথ্যা ধর্মের আক্রমন হইতে রক্ষা করিয়া জয়যুক্ত করা"	হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আমহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
০ জুমার খোৎবা : কুরআনের আলোকে অধিকার এবং সীমাতিক্রম (পূর্ব প্রকাশিতের পর)	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ এ, কে, এম, মুহিবুল্লাহ	৮
০ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মতামত এবং উহাদের পর্যালোচনা	মূল : হযরত মির্যা বশির রুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) অনুবাদ : এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার	১৩
০ পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যু একটি জ্বলন্ত ঐশী-নিদর্শন	মূলঃ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মোঃ ছালাহ্‌উদ্দীন খন্দকার	১৮
০ জামাত সমূহের নামে জরুরী সার্কুলার		২২

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গ্রাহক বৃন্দকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, নূতন জেলা গঠন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কে কোন জেলায় পড়িয়াছেন, তাহা অত্র অফিসে জানাইয়া বাধিত করিবেন, যাহাতে পত্রিকা পাঠাইতে এবং আপনাদের পাইতে কোন অসুবিধা না হয়।

ম্যানেজার
পাক্ষিক আহ্‌মদী
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা—১

শুভ বিবাহ

গত ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭৫ ইং তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহমদীপাড়া নিবাসী জনাব মৌঃ আবদুল জব্বার সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মাৎ লুৎফা বেগমের সহিত রেকাবী বাজার নিবাসী ডাঃ সিরাজুল ইসলাম সাহেবের শুভ বিবাহ পাত্রের বাড়ীতে মং ২৫০০০. (পঁচিশ হাজার) টাকা দেন মোহরে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবাহ যেন, মোবারক হয় তজ্জন্য বন্ধুগণ খাসভাবে দোয়া করিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা :

৩০শে শ্রাবণ ১৩৮২ বাং : ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ ইং : ১৫ই ওফা, ১৩৫৪ হিজরী শামসী

সুরা আল-কাফেরূন

তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত] —মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

قل يا ايها الكافرون : "বল, হে অবিশ্বাসীগণ!" قل (কুল) :—যদি আল্লাহ্‌তায়ালা এতদ্বারা বান্দাদিগকে সম্বোধন করিতেন, তাহা হইলে ভিন্ন কথা ছিল, কিন্তু রসুল করিম (সাঃ)-কে ইহা বলা যে, তুমি প্রত্যেক যুগের লোকদিগকে বলিয়া দাও—ইহা এ কথার দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে নবী করীম (সাঃ) এর পবিত্রকরণ আত্মিক শক্তি প্রত্যেক যুগে দুনিয়াতে প্রকাশ হইতে থাকিবে, কখনও ক্ষুদ্রাকারে এবং কখনও বৃহৎরূপে। সেই দিকেই হযরত নবী করীম (সাঃ) এই হাদিসে ইশারা করিয়াছেন: ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. (ابو داود) অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌তায়ালা আমার উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক একশত বৎসর পর পর শতাব্দীর শিরোভাগে কোন না কোন এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন, যিনি ধর্মীয় বিষয়ে তখন যে সব ভুল ও বিকারের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে তাহা সংশোধন করিয়া ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন।" উক্ত হাদিস মোতাবেক রসুল করীম (সাঃ) ন্যূনকল্পে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে জগতে (প্রতিবিম্বাকারে) জাহির হইতে থাকিবেন এবং বিরুদ্ধবাদী ও পদস্খলিত ব্যক্তি দিগকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিবেন যে, 'আমি তোমাদের পথ (ধ্যান-ধারনাও কর্মপদ্ধতি) গ্রহণ করিব না, আমি সেই পথই অবলম্বন করিয়া চলিব, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা

আমাকে দেখাইয়াছেন।' এবং এই ভাবে ইসলাম প্রত্যেক যুগে বিধৌত ও প্ররিশ্রুত হইয়া পুনরায় প্রকৃত ও আসল রূপ প্রকাশ করিতে থাকিবে। প্রতিশ্রুত মসিহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর যুগে উক্ত বিষয়টি অধিকতর প্রকট ও স্পষ্ট রূপে সংঘটিত হইবে; কেননা উক্ত জমানায় ভয়ঙ্কর ফেৎনা ও বিপদাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। এমন কি রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :

ما بعث نبى الا و قد انذر امته
الدجال (ابو داؤد)

অর্থাৎ, "যে অবধি পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে তদোবধি প্রত্যেক নবীই দাজ্জালের ফেৎনার সম্বন্ধে নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন।"

الكافرون (আল-কাফেরুন) :— এই শব্দের দ্বারা বিশেষ কাফেরও বুঝাইতে পারে এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যুগের এবং তাঁহার পরে সমস্ত যুগের কাফের বা অবিশ্বাসীগণকেও বুঝাইতে পারে। এখানে উল্লেখিত উভয় শ্রেণীর কাফের দিগকে বুঝানো হইয়াছে।

'কুফর' শব্দ (যাহার অর্থ ঢাকিয়া দেওয়া বা অস্বীকার করা) কুরআন শরীফে ভাল এবং মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (দেখুন, সুরা বাকারা : ২৫৭ আয়াত এবং সুরা নেসা : ১৫১ আয়াত) কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে বা সাধারণতঃ মন্দ অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়। সেই জন্য যেখানে কোন স্পষ্ট বিরুপ করীনা বা ইঙ্গিত বিদ্যমান না থাকিবে সেখানে উহা মন্দ অর্থেই গৃহীত হইবে, (অর্থাৎ, ইহার অর্থ হইবে সত্যের অস্বীকারকারী বা অবিশ্বাসী অথবা যে সত্যকে ঢাকা দেয়)। তফসীর কারকগণ আলোচ্য আয়াতে এতদ্বারা নির্দিষ্ট কাফের দিগকে বুঝাইয়াছেন। ভাষার দিক হইতে তো ইহা সম্ভবপর, কিন্তু যেহেতু এখানে কোন উপযুক্ত করীনা বা ইঙ্গিত বিদ্যমান নাই, সেই জন্য কুরআনের গভীর অর্থ সমূহকে সীমাবদ্ধ করা ঠিক বা সঙ্গত নহে। কুরআনের পরিভাষায় এই শব্দটির প্রয়োগ উহার যথার্থ ক্ষেত্রে সামগ্রিক ও অনির্দিষ্ট—এতদ্বারা সব যুগের সব শ্রেণীর কাফের দিগকেই বুঝানো হইয়াছে। যেমন, দেখুন সুরা আল-বাইয়েনা : ২ আয়াত। বিষয়-বস্তুর দিক হইতেও ইহার পরবর্ত্তী আয়াত গুলির বিষয়-বস্তু সামগ্রিকতা বহন করে। কেননা হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁহার অনুসারীগণের এবাদত পদ্ধতি এবং তৌহীদ মতবাদ শুধু কোন একটি (প্রচলিত) ধর্ম মত হইতেই পৃথক নহে, বরং সমগ্র ধর্ম মত হইতেই ভিন্ন এবং পৃথক ছিল। তফসীর-কারকগণ একটি ভ্রান্তিপূর্ণ রেওয়ায়েত দ্বারা বিভ্রান্ত বা ভুল বুঝাবুঝির বশবর্ত্তী হইয়াছেন, যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কাফেরগণ হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে ধন-দৌলত, সম্মান-সম্ভ্রম এবং সুন্দরী নারীর প্রলোভন

দিয়া বলিয়াছিল যে, আপনি ইহার বিনিময়ে শুধু আমাদের উপাস্য গুলির নিন্দা করিবেন না, কিন্তু যদি আপনি ইহাতেও সম্মত না হন, তাহা হইলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন যে, এক বৎসর আমরা আপনার মাবুদের এবাদত করিব এবং আর এক বৎসর আপনি আমাদের মাবুদ গুলির এবাদত করিবেন। এ কথার উপর তিনি (সাঃ) বলিলেন যে, ওহী মারফত নির্দেশ লাভ করিয়া ইহার উত্তর দিব। তফসীর কারকগণের ধারণা, উক্ত বিষয়েই আলোচ্য সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

প্রথম কথা তো এই যে, সুরা আলাক, মুযাম্মেল, মুদাস্‌সের ইত্যাদি প্রাথমিক সুরা সমূহের মাধ্যমেই কামেল ও পরিপূর্ণ তৌহীদ সম্পর্কীয় শিক্ষা আসিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আমল ও কর্ম-ধারাও সেই অনুযায়ী ছিল। তৃতীয়তঃ মক্কা-বাসীগণের সহিত সংগ্রামও ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া হইতেছিল। তথাপি হযরত নবী করীম (সাঃ) তাহাদের পক্ষ হইতে উত্থাপিত উক্ত প্রস্তাবের উত্তরের জন্য নুতন ওহীর মারফত নির্দেশ লাভের অপেক্ষা কি ভাবে করিতে পারিতেন ?

দ্বিতীয় কথা এই যে, কাফেরগণ তো পূর্ব হইতেই আল্লাহতে বিশ্বাস করিত। দেখুন, সুরা যুমার ঃ ৪ আয়াত। এবং তাহারা মিথ্যা উপাস্যগুলির এবাদত বা আরাধনাও শুধু আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করিত। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তাহাদের মাবুদ বা উপাস্যগুলিকে স্বীকার করিতেন না। এমতাবস্থায় কাফেরদের পেশকৃত উক্ত প্রস্তাবের কি অর্থ হইতে পারে? সুরা আনআমের ১৩৭ আয়াত হইতেও সুস্পষ্ট যে, কাফেরগণ খোদাতায়ালার এবাদত করিত। এতদ্ব্যতীত, রেওয়ায়েতের মধ্যে আসিয়াছে যে, নবী আকরাম (সাঃ) কাফেরদের পেশকৃত প্রস্তাব শোনা মাত্র বলিয়াছিলেন যে, যদি সূর্যকে তাহারা আমার ডান হাতে এবং চন্দ্রকে আমার বাম হাতে আনিয়া রাখে, তথাপি আমি এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার এবাদত পরিত্যাগ করিব না। উক্ত উত্তরের পর হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর দিকে এই কথা আরোপ করা যে, কাফেরদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁহাকে নুতন ওহীর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, ইহা এক নেহাৎ অলিক ভুল ধারণা। স্বয়ং আলোচ্য রেওয়ায়েতের বিবরণ ইহা প্রতীয়মান করিতেছে যে, দুইটি পরস্পর সম্পর্ক বিহীন কথাকে অসঙ্গতভাবে পরস্পর মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা, শেষোক্ত প্রস্তাব প্রথমোক্ত প্রস্তাব হইতে সহজতর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখানে উহার বিপরিত দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ নবী করীম (সাঃ)-এর উক্ত উত্তর শোনার পর এই প্রস্তাব কেহ পেশ করিতেই পারিত না যে, এক বৎসর কাফেরদের মাবুদগুলির এবাদত করা হউক এবং আর এক বৎসর নবী করীম (সাঃ)-এর

মাবুদের এবাদত করা হউক। এতদ্ব্যতীত, কাফেরদের প্রথমোক্ত দাবি ছিল প্রতীমাগুলিকে নিন্দা না করা। কিন্তু কুরআন শরীফ তো নিজেই এরূপ করিতে নিশেধ করিয়াছে। দেখুন, সুরা আনআম: ১০১ আয়াত। অবশ্য, কুরআন শরীফ মিথ্যা মাবুদগুলির সেই সকল দোষ ত্রুটি বর্ণনা করিয়াছে, যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উহারা মাবুদ বা উপাস্য হইতেই পারে না। এবং ইহা নিন্দা করা বা গালমন্দ দেওয়ার অন্তর্গত হইতে পারে না। ভ্রান্ত দাবির খণ্ডন ইহা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, 'কুল' (বল) শব্দের দ্বারা প্রকাশ পায় যে, এই সুরা কোন প্রশ্নের উত্তরে অবতীর্ণ হইয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে শেষ তিন সুরা কোন্ প্রশ্নের উত্তরে? আসলে তো কুরআন শরীফের কোনও অংশ গোপন করার বা রাখার বিষয় নয়, তথাপি কোন কোন অংশের বিষয়-বস্তু সময় ও পরিস্থিতির দিক দিয়া বেশী প্রচার ও বিস্তার দেওয়ার উপযুক্ত হইয়া থাকে। উহাদের পূর্বে 'কুল' বা 'বল' শব্দ রাখিয়া এই আদেশ দান করা হয় যে, এই গুলি বার বার ঘোষণা কর, তথা প্রচার কর। (ক্রমশঃ)

প্রকৃত রসুল-প্রেম

মোহাম্মদ (সা:) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মদ (সা:) যমীন ও আসমানের দীপ্তি॥
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ॥
খোদার পরে মোহাম্মদ (সা:)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের॥
সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ [দুররে সমীন]

— হযরত মসিহ্ মওউদ (আ:)

হাদিস শরীফ

ধর্মের মূল উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য

১। হযরত তমীম দারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, দ্বীন বা ধর্ম সর্বোতঃ ভাবে হিতাকাঙ্খা এবং আন্তরিকতার নামান্তর। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কাহার জন্য হিতাকাঙ্খা বা অন্তরিকাতা পোষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে? তিনি বলিলেন যে, আল্লাহতায়ালা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রসুল, মুসলমানগণের ইমাম ও নেতাগণ এবং আপামর মুসলমান জনগণের জন্য হিতাকাঙ্খা পোষণ করিতে হইবে এবং তাহাদের সহিত আন্তরিকতা পূর্ণ সম্পর্ক রাখিতে হইবে। (মুসলিম)

২। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনটি বিষয়ে মুসলমানের হৃদয় কখনও বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানত করে না। এক, আল্লাহতায়ালার জন্য এখলাস ও আন্তরিকতা পোষণ, দ্বিতীয়তঃ 'উলিল আমর' বা শাসনকর্ত্তাগণের জন্য হিতাকাঙ্খার ব্যাপারে এবং তৃতীয়তঃ মুসলমানদের জামাতের সহিত নিজকে সংযুক্ত রাখার ব্যাপারে। (মুসলিম)

৩। হযরত যায়দ বিন সাবেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার ভাই মুসলমানের অভাবমোচনে নিয়োজিত থাকে, ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহতায়ালাও সেই ব্যক্তির অভাবমোচনে নিয়োজিত থাকেন।

৪। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ইহজাগতে উদ্বেগ ও দুঃখ-কষ্ট দূর করে, আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিনের উদ্বেগ ও দুঃখ-কষ্ট তাহা হইতে দূর করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি কোন দুঃখীত ও বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে আরাম দান করে এবং তাহার জন্য সুখ-সুবিধার সৃষ্টি করে, আল্লাহ আখেরাতে তাহার জন্য আরাম ও সুখ-সুবিধা সৃষ্টি করিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলানের দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখে আল্লাহতায়ালা আখেরাতে তাহার দোষ ত্রুটি ঢাকিবেন, যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার সাহায্য তৎপর থাকে, আল্লাহতায়ালা সেই ব্যক্তির সাহায্যে তৎপর থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষনে বাহির হয়, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের পথ সহজ ও সুগম করিয়া দেন। যাহারা আল্লাহতায়ালার ঘর সমূহের মধ্য হইতে কোন ঘরে একত্রে বসিয়া তাঁহার কিতাব পাঠ করে এবং উহার শিক্ষা ও চর্চা করে, তাহাদের উপরে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার করুণা ও প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, আল্লাহতায়ালার রহমত তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার নৈকট্য প্রাপ্তগণের নিকট তাহাদের কথা উল্লেখ করেন। যেব্যক্তি আমল বা কর্মে শিথিল এবং পশ্চাদপদ, সেই ব্যক্তির বংশতালিকা বা পারিবারিক নাম-ধাম তাহাকে দ্রুতগামী বা অগ্রসর করিতে পারে না অর্থাৎ সে খান্দানী বৈশিষ্ট্যক্রমে জান্নাত লাভ করিতে পারিবে না। (মুসলিম)

অনুবাদঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আমার আগমনের উদ্দেশ্য হইল ইসলামকে সমস্ত মিথ্যা ধর্মের আক্রমন হইতে রক্ষা করিয়া উহাকে জয়যুক্ত করা।

আমি সুনিশ্চিতভাবে বলিতেছি যে, ইসলাম অবশ্য জয়যুক্ত হইবে এবং উহার আভাস ও লক্ষন সমূহ সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

স্মরণ রাখিবে যে, আমার আগমনের দুইটি উদ্দেশ্য। এক, অন্যান্য ধর্ম এখন ইসলামের উপর যে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, উহারা যে ইসলামকে গ্রাস করিয়া চলিয়াছে এবং ইসলাম অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় এবং এতীম শিশুর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্য এখন আল্লাহ্তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে আমি মিথ্যা ও বিকৃত ধর্মগুলির আগ্রাসন হইতে ইসলামকে রক্ষা করি এবং ইসলামের সত্যতার শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ সমূহ এবং উহার সৌন্দর্য পেশ করি। এবং সেই সকল দলীল-প্রমাণ জ্ঞান মূলক যুক্তি ব্যতীত স্বর্গীয় জ্যোতি ও আশিস সমূহের আকারেও রহিয়াছে, যাহা চিরকাল হইতে ইসলামের সাহায্য ও সমর্থনে প্রকাশ হইয়া আসিয়াছে। এখন যদি তোমরা খৃষ্টান পাদ্রী-দের রিপোর্টগুলি পাঠ কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, তাহারা ইসলামের বিরোধিতায় কি কি ভয়ংকর উপরণ গড়িয়া তুলিতেছে। যেমন, তাহাদের এক একটি পত্রিকা কত বিপুল সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে! এহেন অবস্থায় জরুরী ছিল যে, ইসলামের বাণীকে সমুচ্চ ও গৌরবান্বিত করা হইতো। সুতরং সেই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্তায়ালা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমি সুনিশ্চিত ভাবে বলিতেছি যে, ইসলাম অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে। উহার আভাস ও লক্ষণ সমূহ প্রকাশ হইয়া গিয়াছে! অবশ্য, ইহা সত্য কথা যে, উল্লেখিত বিজয়ের জন্য কোন তরবারী এবং বন্দুকের প্রয়োজন নাই এবং আল্লাহতায়ালাও আমাকে জাগতিক অস্ত্রের সহিত প্রেরণ করেন নাই। ....

মোট কথা, আমার আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামের বিজয় অন্যান্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হউক।

(আমার) দ্বিতীয় কাজ এই যে, যাহারা বলে যে, তাহারা নামায পড়ে এবং অন্যান্য ধর্ম কর্মও পালন করে। কিন্তু তাহাদের এই সব

কিছু মৌখিক হিসাব বা দাবিই মাত্র। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে প্রয়োজন, মানুষের সেই আভ্যন্তরীণ উৎকৃষ্ট অবস্থার উদ্ভব, যাহা ইসলামের মগজ বা সার বস্তু স্বরূপ। আমি তো ইহা জানি যে, কোন ব্যক্তি মোমেন এবং মুসলমান হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ আবুবকর, উমর, উসমান এবং আলী (রেজওয়ানুল্লাহে আলাইহিম)-এর রঙে রঙীন হয়। তাঁহারা দুনিয়ার প্রেমে মগ্ন ছিলেন না বরং তাঁহারা ছিলেন আল্লাহর পথে আত্মনিবেদিত। তাঁহারা নিজেদের জীবন খোদাতায়ালার পথেই উৎসর্গ কৃত করিয়াছিলেন। (মলফুজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬০)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

আহমদীয়তের নিকট খ্রীষ্টান প্রচারকগণের নতি-স্বীকার

ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রীষ্টান অধ্যাপক S. G, Williamson তাহার Christ or Muhammad নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :

"ঘানার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে উপকুলবর্তী এলাকায় আহমদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে। শীঘ্রই গোল্ডকোষ্টের (ঘানা) সকল অধিবাসীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা নিরাশায় পর্যবসিত হইবে। এই বিপদ চিন্তাতীত রূপে বড়, যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহমদীয়তের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে এবং নিশ্চয়ই ইহা খ্রীষ্ট ধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না যে, ক্রুশ অথবা হেলাল, কে আফ্রিকাকে শাসন করিবে।"

"এই জমাতের প্রচেষ্টার ফল এইরূপে বর্ণনা করা যায় যে, তাহাদের শিক্ষা এবং প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া এইরূপ সহস্র সহস্র মুসলিম, যাহারা এই জমাতভুক্ত নহে, তাহারাও খ্রীষ্টানদিগের প্রচারের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অস্ত্ররূপে পরিগণিত হইতেছে। যদিও এই সকল ব্যক্তি আহমদীয়া জমাতভুক্ত নহে, তবুও তাহারা আহমদীদের গ্রন্থ ও পুস্তিকাসমূহ পাঠ করিয়া থাকে, যাহাতে তাহাদের পুস্তক হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া তাহারা খ্রীষ্টান ধর্মের মোকাবেলা করিতে পারে এবং ইসলামকে নূতনরূপে পেশ করিতে সক্ষম হয়।"

(Islam, By J. Christensen and A. Nellsen)

পাকিস্তানের এককালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান (মরহুম) বলিয়াছিলেন :

"You can see to the phenomenon occuring in Africa where a small band of Muslim missionaries with very little resources are attracting the people to the Islamic fold" (Pakistan times, 9th May 1963)

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(১৫ই নভেম্বর ১৯৭৪ ঈসাব্দে রবওয়ার মসজিদে আকসায় প্রদত্ত)

আল্লাহতায়ালার ভালবাসা লাভের জন্য প্রয়োজন, সীমা অতিক্রম হইতে দূরে থাকা। হিংসা এবং শত্রুতা নিজের কাছেও আসিতে দিও না।

দুনিয়ার দুঃখ দূর করাকে নিজ আদর্শ বানাইবে। দুঃখ পাইয়া অপরকে সুখ দান করিতে চেষ্টা করিবে।

দোয়া কর, এবং বহুত দোয়া কর, খোদাতায়ালার অসন্তুষ্টি হইতে দূরে থাক এবং তাঁহার রহমত লাভ করিতে যত্নবান হও।

তোমাদের হাশিমুখের উৎস খোদাতায়ালার ভালবাসা এবং তাঁহার রহমত; সেই জন্য দুনিয়া তোমাদের মুখে উদ্ভাসিত হাঁসি ছিনাইয়া নিতে পারিবে না।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় কথা কুরআন শরীফের উল্লেখিত আয়াত সমূহে আমাদিগকে এই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে স্বীয় অধিকারের সীমার মধ্যে না থাকে, বাড়াবাড়ী করে এবং সীমার বাহিরে চলিয়া যায়, অন্যের হক নষ্ট করে এবং হিংসা ও শত্রুতা করিয়া অপরকে কষ্ট দেয় এবং যাহা তার অধিকার নয়, তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ভালবাসা হারাইয়া ফেলে। এই সম্পর্কে আমরা দুনিয়াতে দুই প্রকারের লোক দেখিতে পাই। এক, যাহারা অপরকে শান্তি পৌঁছাইয়া আনন্দ অনুভব করে, আবার এমনও লোক আছে যাহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ অপরকে কষ্ট দিয়া আনন্দ লাভ করে। এই বাস্তবতা অল্প বিস্তর পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। বর্তমানে পার্থিব দিক দিয়া যে সকল জাতি উন্নতি করিয়াছে, উহাদের উন্নতির রহস্য এইখানেই নিহিত যে, তাহারা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়াছে যে, অপরকে শান্তি দেওয়ার ফলে এবং অপরের দুঃখ দূর করার কারণেই জাতি উন্নতি করিয়া থাকে।

আমি অনেক ঘটনা পড়িয়াছি, যথা ইংরেজ জাতি, এক কালে তাহাদের সম্রাজ্যের উপর তাহাদের বড়ই গৌরব ছিল, পৃথিবীতে ইংরেজ জাতির শক্তি বিস্তার হইয়া ছিল, দুনিয়ার বৃহদাংশ তাহারা নিজেদের অধীন করিয়া লইয়া ছিল। যদি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, অথবা অন্য কোন দূর অঞ্চলে কোন ইংরেজের দশ হাজার পাউণ্ড নষ্ট হইত অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কোন ইংরেজের দশ হাজার পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়া লইত, তাহা হইলে বৃটিশ শক্তি তাহা উদ্ধার করিতে

প্রস্তুত হইয়া যাইত, এবং পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া এবং স্বীয় সম্পদ ব্যয় করিয়া উহা উদ্ধার করিয়া লইত ও যার স্বত্ব তাহাকে দিয়া দিত, ইহাতে তাহাদের যতই ব্যয় হউক না কেন, যেন এক ব্যক্তির মানসিক দৈহিক এবং পার্থিব অধিকারের দিক দিয়া দশ হাজার পাউণ্ড নষ্ট হওয়াতে যে দুঃখ সে পাইয়াছে, উহা দূর করিবার জন্য সারা দেশ ও জাতি প্রস্তুত হইয়া যাইত। তাহারা ইহা বলিত না, আমাদের এত বড় সম্রাজ্য, এত বড় সম্পদ, আমাদের এক ব্যক্তির দশ হাজার পাউণ্ড নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কি আসে যায়? সুতরাং যে জাতি বা দেশ নিজ নাগরিকদের অধিকার আদায় করিবার জন্য সব সময় সতর্ক ও জাগ্রত না থাকে, সে জাতি বা দেশ পৃথিবীতে উন্নতি করিতে পারে না। ইহা একটি বাস্তব সত্য, ইহাকে কোন বুদ্ধিমান অস্বীকার করিতে পারে না, ইহা বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজদের মধ্যে এই রূপ লোকও দৃষ্টি গোচর হয়, যে অপরকে দুঃখ ও কষ্ট দিয়া সন্তুষ্টি ও আনন্দ লাভ করে। এখন তাহাদের অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এক সময় তাহাদের বিরাট সম্রাজ্য ছিল, যে সম্পর্কে তাহাদের গৌরব ছিল যে, তাহাদের সম্রাজ্যে সূর্য ডুবে না। (এখনত সূর্য ডুবতে আরম্ভ করিয়াছে)। অস্তমিত হউক বা না হউক ইহাতে আমার কোন কিছু আসে যায় না, ইহাতে আমার কোন উদ্দেশ্যেও নাই। প্রকৃত কথা হইল, যাহা দেখিবার বস্তু তাহা হইল এই যে, তাহারা যে উন্নতি করিয়াছিল উহার জন্য তাহারা যে সকল নীতি অবলম্বন করিয়াছিল তন্মধ্যে এক নীতি এই ছিল যে, জাতির কষ্ট এবং ব্যক্তির কষ্ট দূর করার মধ্যেই জাতিয় জীবনের উন্নতি নিহিত।

যেমন আমি বলিয়াছি কতক লোক পৃথিবীতে এইরূপ পাওয়া যায়, যাহারা অপরকে দুঃখ দিয়া নিজেরা আনন্দ পায়। অর্থাৎ বিকৃত স্বভাব সম্পন্ন লোক অন্যায় ভাবে পৃথিবীতে স্বীয় শক্তি এবং প্রচেষ্টা প্রমাণ করিবার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে। যে জাতি গুলি উন্নতিশীল তাহাদের মধ্যে আমরা এই দুই প্রকারের লোক দেখিতে পাই, প্রথমতঃ যাহারা এই রহস্য সম্পর্কে অবগত নহে, এবং তাহারা নিজেদের ভাই বন্ধুদেরকে দুঃখ দান করিয়া খুশী ও আনন্দ অনুভব করে। যেমন তাহারা নিজেদের সন্তুষ্টি এবং আনন্দ লাভের জন্য অপরকে কষ্ট দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের একাংশের মনোবৃত্তি এইরূপ নহে, বরং তাহারা দেশের প্রত্যেক নাগরিককে শান্তি দিবার জন্য চেষ্টা করে এবং দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করে। অনুন্নত জাতি এবং উন্নত জাতির মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতে এই প্রবৃত্তি দৃষ্টি গোচর হয়।

এই ভূমিকার পর আমি আমার দেশের কথা বলিতেছি, আমাদের দেশে এই বিকৃত প্রবৃত্তি বহুলাকারে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উহাতে শুধু আহমদীয়াতের শত্রুতা নহে, বরং যেখানেই কাহাকেও আপনি নির্যাতন করিতে দেখিবেন, উহা সাধারণ নাগরিক হউক অথবা সরকারী কর্মচারী, তাহাকে দেখিয়া আপনি এই মনে করিবেন না যে, শুধুমাত্র আহমদীয়াতের কারণে আপনাকে কষ্ট দিতেছে। আমাদের দেশে অনেককেই দেখিতে পাইবেন, যাহারা একজন অপরকে যাতনা দিতেছে, যথা, সুন্নি সুন্নিকে, শীয়া শীয়াকে কষ্ট দিতেছে, এবং নিজ গৃহে নিজ ভাইকে নির্যাতন করিতেছে। আপনি কি সংবাদ পত্রে গৃহ বিবাদের কথা পাঠ করেন না? সেখানেত ধর্ম বিশ্বাসের ঝগাড়ার কোন কথা নাই, একই গৃহে জন্ম লইয়াছে, একই মাতা-পিতার সন্তান, কিন্তু তাহাদের মনো-বৃত্তি এইরূপ যে, এক ভাই অপর ভাইকে কষ্ট দিতে সুখ ও শান্তি অনুভব করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই ধরনের লোক সরকারী কর্মচারী এবং জনগণের সেবকদের মধ্যেও রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রাধান্য না হওয়াই উচিৎ। ইংরেজদের সময়েও যখন বৃটিশ সম্রাজ্যে সূর্য ডুবিত না সম্ভবতঃ তখনও তাদের মধ্যে কোন কোন লোক দেখিতে পাওয়া যাইত যে অপরকে কষ্ট দিয়া সে আনন্দ পাইত। যখন জাতির মধ্যে এই মনো-বৃত্তির লোক বেশী হইয়া যায়, যাহারা কাহাকেও শান্তি দেয়না, কষ্ট দেয়, দুঃখ নিবারণ করে না, বরং কেহ যদি সুখী হইতে চায় এবং সে আরামের সহিত জীবন যাপন করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে উহা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে এইরূপ জাতি কখনও উন্নতি করিতে পারে না। কোন দেশের নাগরিকদের সামগ্রিক চেষ্টা দ্বারাই দেশ ও জাতি গড়িয়া উঠে। যথা, দেশের প্রত্যেককেই যদি এক করিয়া বাছিয়া বাছিয়া দরিদ্র বানান হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেশই দরিদ্রে পরিণত হইয়া যাইবে। সবাইকে যদি লেখা পড়া হইতে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে সেই জাতি মূর্খে পরিণত হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিদ্যা শিখান হয়, তাহার বিদ্যার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করা হয়, যদি সে ব্যক্তি রুজী অন্বেষণ করিবার চেষ্টা করে, তাহার কাজে যদি তাহাকে সাহায্য করা হয়, খাদ্যান্বেষণে তাহাকে পথ প্রদর্শন করা হয়, এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয়, যাহাতে তাহার প্রচেষ্টা ফলবতী হয় এবং সে ধনী ও সম্পদশালী হইয়া যায়, তাহা হইলে সারা দেশই সম্পদশালী হইয়া যাইবে। শতকরা পঞ্চাশজন সম্পদশালী হইলে, আর পঞ্চাশজন গরীব হইলে সেই দেশ মধ্যমাকার হইবে। অর্থনৈ-তিক দিক দিয়া সেই দেশকে কেহ ধনীদেশ

বলিয়া গণ্য করিবে না। এই কারণেই জমহুরীযাত বা গণতন্ত্রের অর্থ করা হইয়াছে (ছাত্র জীবনে এই বিষয়টি আমাকে পড়িতে হইয়াছে) যে, সেই দেশকে গনতান্ত্রিক দেশ বলা হয় যেখানে, "One for all and all for one" নীতি 'কার্যকরী হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি জাতির জন্য এবং জাতি ব্যক্তির জন্য জীবন যাপন করে, ইহাই গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ। বড় বড় বিখ্যাত রাজনীতিবিদরা তাহাদের দার্শনিক আলোচনায় এই কথা বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি এই কথা বলিতে পারে না যে, আমি সকলের জন্য কোরবানী দিয়া অনেক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইব, এই কারণে যে, "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" তথা, একজন ব্যক্তিও সরার জন্য এবং সবাই আবার এক জনের জন্য—এই নীতি অনুসারে। মনে কর, কোন দেশের লোক-সংখ্যা ছয় কোটি। যদি এক ব্যক্তি ছয় কোটির জন্য কোরবাণী দিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির এই কারণে কোন ক্ষতি হইবেনা যে, তাহার জন্য ছয় কোটি লোকও কোরবাণী দিতেছে। অতএব এক ব্যক্তি যাহা হারাইয়াছে তাহার পরিবর্তে যাহা সে জাতির নিকট হইতে পাইয়াছে তাহা অনেক বেশী। তাহা বিবেকের দিক দিয়াও বেশী এবং কার্যতঃও বেশী। জমহুরীয়াত বা গণতন্ত্রের অর্থ এই নয় যে পঁচানব্বই লক্ষ সংখ্যাঘরিষ্ঠ, দশ লক্ষ লোকের হক নষ্ট করিয়া ফেলিবে, এবং এই কথা বলিবে সংখ্যাঘরিষ্ঠ সংখ্যালঘুকে যাতনাই দিতে থাকিবে। ইহার অর্থ জমহুরীয়াত নহে। এই সম্বন্ধে কোরআন করীম বলে:

انه لا يحب المعتدين

যখন জাতির বেশী সংখ্যক লোক সীমাতি-ক্রম পাপে জড়িত হইয়া যায়, এবং অধি-কাংশ লোক পরস্পরকে কষ্ট দিতে থাকে, এবং যখন ধর্মে ধর্মে পার্থক্য, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য, খান্দানে খান্দানে পার্থক্য, অঞ্চলে অঞ্চলে পার্থক্য, দেশে দেশে পার্থক্য হইয়া যায় এবং একে আপরকে যাতনা দিবার ভিত্তি গড়িয়া তোলে, তাহা হইলে এই প্রকারের শত্রুতা এবং এই ধরণের মনোবৃত্তি যাহার উদ্দেশ্য একে অপরকে যাতনা দেওয়া এবং একে অপরের ক্ষতি সাধন করা হইয়া থাকে, উহা জাতি ও দেশের পক্ষে বিরাট ক্ষতিকর হইয়া থাকে। এই জাতীয় মনো-ভাব যখন সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া যায়, দেশের অধিকাংশের মধ্যে অথবা এক বিরাট অংশের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টি হইয়া যায়, তাহা হইলে জাতির ধংসের উপকরণ সৃষ্টি হয়, জাতির মুক্তি এবং তাহার সফলতা এবং উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ কোন জাতি পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নতি করিতে পারে না, যে পর্যন্ত না

সেই জাতি ধর্মের কাজে খোদাতায়ালার প্রিয় হয় এবং পার্থিব কাজে খোদাতায়ালার সাহায্য লাভ করে। আমাদের খোদা শুধু দয়ালু নহেন, যিনি মোমেনদিগকেই তাহার কাজের উত্তম ফল দান করেন, বরং আমাদের আল্লাহ রব, যিনি মোমেন ও কাফেরের জন্য মঙ্গলের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা তাঁহাকে গালি দিয়া থাকে, তাহাদিগকেও তিনি খাইতে দেন, পার্থিব উন্নতির মধ্যে ফিরিশতাগণ কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন না, তাহাদের উন্নতি করিবার অনুমতি রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালার ক্রোধ শুধু মাত্র এই জন্য উত্তেজিত হয় না যে, তাহারা খোদাতায়ালাকে চিনে না। বরং তাঁহার ক্রোধ সেই সময় উত্তেজিত হয় যখন তাঁহার সৃষ্টি এবং সৃষ্ট মানুষ অত্যাচারের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়া যায়, তখন তাঁহার নিপীড়িত মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার ক্রোধ উত্তেজিত হয়। নতুবা তাঁহার রহমত অনেক প্রশস্ত। এই জন্যই আল্লাহতায়ালা কোরআন করীমে বলিয়াছেন :

رحمتی وسعت کل شیء

(অর্থাৎ, আমার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে)। তেমনি ভাবে কোরআন করীম বলিয়াছে, 'যাহাদের যাবতীয় দৃষ্টি এবং প্রচেষ্টা এবং কাজ দুনিয়ার জন্য হইয়া গিয়াছে, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে দুনিয়া দিয়াছেন।' কারণ, ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে 'আমলে সালেহ' পালন করিবার পর আল্লাহতায়ালার ভালবাসা এবং তাঁহার পথে কোরবাণীর ফল এবং বিনিময় পরকালে পাইবে। এইখানে মাত্র নেক আমলের ফল এবং বিনিময়ের ক্ষুদ্র ঝলক দৃষ্টি গোচর হইবে। সুতরাং হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'-এর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন : ইহার সম্পর্ক সেই সব কার্য সমূহের সঙ্গে রহিয়াছে, যাহা ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ পালন করে, অথবা মানুষ খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যাহা করিয়া থাকে, যেমন, অর্থের দ্বারা, সময়ের কোরবাণী দ্বারা এবং নিজের সুখ এবং আরাম ছাড়িয়া দিয়া মানুষ যাহা করে, তাহার পূর্ণ বিনিময় মানুষ মৃত্যুর পরপারে পাইবে, যেখানে খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি এইভাবে সামনে আসিবে, যে মানুষ প্রকৃত সুখ এবং আনন্দ লাভ করিবে। আমরা সকলে খোদাতায়ালার নিকট আশা করি যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের সকলের জন্য প্রকৃত সুখের উপকরণ সৃষ্টি করিবেন। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : মৌঃ এ, কে, এম, মুহিবুল্লাহ

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মতামত এবং উঁহাদের পর্যালোচনা

ইহা বলা অবশ্যক যে মাহদী সম্বন্ধে মোসলমানগণ কি কি মত প্রকাশ করিয়াছেন. সুতরাং, জানা আবশ্যক, মাহদী সম্বন্ধে বর্ণনা গুলি এত পরস্পর বিরোধী ও অনৈক্যে ভরতি যে, পড়িলে অবাক হইতে হয়। অনৈক্য শুধু এক বিষয়ে নহে, প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে মত বিরোধ বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্থলে, মাহদীর বংশ সম্বন্ধে এত অনৈক্য রহিয়াছে যে, খোদার শরণ নেওয়া কর্তব্য! এক দল বলেন, মাহদী হযরত ফাতেমার (রাঃ) বংশধর হইবেন। কিন্তু এই সম্প্রদায়ও আবার তিন ভাগে বিভক্ত। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ইমাম হাসানের (রাঃ) বংশধর হইবেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ইমাম হোসেনের (রাঃ) বংশধর হইবেন। অপর এক সম্প্রদায় বলেন, তিনি ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসেন (রাঃ) উভয়েরই বংশধর হইবেন। অর্থাৎ মাতা ইমাম হাসানের বংশধর হইলে, পিতা হইবেন ইমাম হোসেনের বংশধর; কিম্বা পিতা ইমাম হাসানের (রাঃ) বংশধর হইলে মাতা হইবেন ইমাম হোসেনের (রাঃ) বংশধর। তারপর, আর এক সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা বলেন যে, মাহদী হযরত ফাতেমার (রাঃ) বংশধর না হইয়া হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধর হইবেন। তারপর কোন কোন হাদিসে পাওয়া যায়, মাহদী বিশেষ কোন বংশেই জন্ম গ্রহণ করিবেন না। তিনি আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম)-এর উম্মত হইতে হইবেন।

এই ছাড়া মাহ্‌দী ও মাহ্‌দীর পিতার নাম সম্বন্ধে অনৈক্য আছে। কোন কোন হাদীসে তাঁহার নাম মুহাম্মদ, কোন কোন হাদিসে 'আহমদ' এবং কোন কোন হাদিসে ঈসা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুন্নিদের মতে পিতার নাম আবদুল্লাহ। কিন্তু শিয়াগণ বলেন যে, তাঁহার পিতার নাম হাসান হইবে। তদ্রূপ, মাহদী জাহের হওয়ার স্থান সম্বন্ধেও মতভেদ বিদ্যমান। তারপর, মাহদী কত কাল পৃথিবীতে কাজ করিবেন, সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। বস্তুতঃ মাহদী সংক্রান্ত প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই মতানৈক্য বিদ্যমান। আরো মজার বিষয়, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই স্ব স্ব দাবির সমর্থনে হাদিস সমূহ উদ্ধৃত করেন। (নবাব আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান প্রণীত 'হুজাজুল কেরামাহ' দ্রষ্টব্য) সুতরাং, এমন অবস্থায় মাহদী সম্বন্ধে যত হাদিস বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের সকলগুলিই সহীহ বলিয়া মান্য করা যায় না। এই কারণেই ইমাম বুখারী (রহমতুল্লাহ আলায়হে) এবং ইমাম মোস্‌লেম (আলায়হের রহমত) তাঁহাদের দুই সহীহতে মাহদী সম্বন্ধে কোন অধ্যায় সংযোজিত করেন নাই। কেননা, তাঁহারা এই সকল হাদিসের কোন একটিও নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। সেই-

রূপ অনেক উলামাও মাহদী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীসকে "যয়ীফ" বা দুর্ব্বল বলিয়াছেন, এবং পরিষ্কার লিখিয়াছেন যে, মাহদী সংক্রান্ত যত বর্ণনা যত রেওয়ায়েত আছে, কোন একটিও জেরার বহির্ভূত নহে। ('হুজাজুল কেরামাহ')।

এখন, স্বভাবতঃ প্রশ্ন হয়, এই প্রকার মতভেদের কারণ কি? আমরা যতখানি চিন্তা করিয়াছি, তাহাতে ইহাই কতকটা কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, যদিও একজন মাহদী সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াদা করা হইয়াছে, কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ওসাল্লাম) সাধারণ ভাবে কতিপয় মাহদীর সংবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় জাহের হওয়ার ছিলেন। এই জন্য এই সকল রেওয়ায়েতে অনৈক্য থাকা স্বাভাবিক। শুধু এই ভুল হইয়াছে যে, জন-সাধারণ এই সকল রেওয়ায়েত একই ব্যক্তি সংক্রান্ত বলিয়া মনে করিতে থাকে। অথচ, এগুলি ছিল বিভিন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে।

পক্ষান্তরে ইহাও সত্য এবং আমাদের অভিজ্ঞতাও ইহার সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক সম্প্রদায় যাবতীয় আশীষ আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে তৎপর হয়। সুতরাং, আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম) যখন ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, তাঁহার উম্মতে একজন মাহদী হইবেন, তখন উত্তর কালে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই চাহিল প্রতিশ্রুত মাহদী তাহাদেরই মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবেন। সকলেই মুত্তাকী এবং খোদা ভীরু হয় না। কেহ কেহ এরূপ হাদিস উদ্ভাবন করিলেন যে, তদ্বারা প্রকাশ পাইত যে, মাহদী তাহাদেরই গোত্র হইতে হইবেন। এই কারণেই মাহদী সংক্রান্ত হাদিস সমূহে এত অনৈক্যের উদ্ভব হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে এত অধিক বিশৃঙ্খলা পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল হাদিস মাহদী কোন বিশেষ কুলজ হইবেন বলিয়া নির্দ্দেশ করে না এবং শুধু এইটুকু শিক্ষা দেয় যে, তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়ারই একজন হইবেন, ঐ হাদিসগুলি অগ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহাদিগকে জাল বলিবার সঙ্গত কারণ নাই। কারণ মাহদী উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ব্যক্তি বিশেষ হইবেন বলিয়া হাদিস তৈরী করিবার মত কাহারো কোন প্রকার প্রয়োজন কি থাকিতে পারিত? অবশ্য, যে সকল হাদিস মাহদীকে বিশেষ কোন গোত্রজ হইবেন বলিয়া নির্দ্দেশ করে, উহাদের সম্বন্ধে এই সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয় যে, পরবর্ত্তী কালে সেইগুলি উদ্ভাবন করা হয়।

সুতরাং এই সকল অনৈক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহাই আমাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে, যেন মাহদীকে গোত্র বিশেষের ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ না করিয়া সমবেত ভাবে আমরা এই ঈমান রাখি যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম এমন একজন মাহদী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যিন তাঁহার উম্মতের মধ্যে আখেরী জামানায় জন্ম গ্রহণ করিবেন। ইহাতেই আমাদের মঙ্গল। ইহাই সতর্কতা মূলক পথ। কারণ

যদি আমরা এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, মাহদী ফাতেমীয় বংশজ হইবেন, কিন্তু তিনি আববাসীয় কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, তবে উক্ত বিশ্বাস আমাদের পথে বড়ই বাধার সৃষ্টি করিবে এবং আমরা মাহদীর প্রতি ইমান আনা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। সেইরূপ যদি আমরা এই মত পোষণ করি যে, মাহদী বনি-আববাস হইতে হইবেন, কিন্তু তিনি ফাতেমীর কুলে জন্ম গ্রহণ করেন বা হযরত উমরের (রাঃ) বংশধরের মধ্য হইতে তিনি জাহের হন, তবে আমরা তাঁহার প্রতি ইমান আনা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। সুতরাং আর কিছু না হউক, অন্ততঃ আমাদের ইমান বাঁচাইবার জন্য মাহদীকে বিশেষ কোন গোত্রজ বলিয়া সাব্যস্ত না করিয়া আমাদের এই ইমান রাখা কর্তব্য যে, মাহদী উম্মতে মোহাম্মদীয়ায় জাহের হইবেন এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম-এর খাদেম ও অনুবর্ত্তীদেরই মধ্যে একজন হইবেন। এই প্রকার ইমান রাখার ফলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিব। আর যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম বাস্তবিকই মাহদী কোন বিশেষ গোত্রজ হইবেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ অংশ বিশেষ সম্যক বস্তুরই অন্তর্গত।

আরো একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মাহদীর নাম এবং তাঁহার পিতার নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবু, অধিকতর প্রবল মত ইহাই চলিয়া আসিয়াছে যে, মাহদীর নাম মোহাম্মদ এবং তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ্ হইবে। প্রকৃত পক্ষে, এই মতের সমর্থন সূচক যে সকল রেওয়ায়েত আছে, সেগুলি জেরার বহির্ভূত না হইলেও অন্যান্য রেওয়ায়েত অপেক্ষা রেওয়ায়েতের নিরম কানুনের দিক দিয়া অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং যদি আমরা এই উক্তিকে প্রাধান্য দেই, তবে ইহা ইনসাফের বিরোধি হইবে না। কিন্তু এই অবস্থায়ও হযরত মীর্যা সাহেবের দাবির উপর কোন বিরুদ্ধ প্রশ্নের উদ্ভব হয় না। কারণ, সুরাহ জুমার আয়েত ৬৭ 'ওআখারীনা মিনহুম' (তাহাদেরই অপর সম্প্রদায় যাহারা এখনো তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয় নাই') হইতে এই সন্ধান পাওয়া যায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম আখেরী জমানায় আরো এক জাতির রুহাণী তরবিয়ত করিবেন, তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিবেন। ইহার অর্থ শেষ জমানায় তাঁহার একজন পূর্ণতম 'বরুয' আবির্ভূত হইবেন, তিনি তাঁহার রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া এক জমাতের শিক্ষা কার্য সম্পাদন করিবেন। সুতরাং, আমরা বলি, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম ওয়াদাকৃত মাহদীর নাম "মোহাম্মদ" এবং তাঁহার পিতার নাম "আবদুল্লাহ্" এই অর্থ প্রতিপাদনার্থেই বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাহদীর কোন নিজস্ব স্বাধীন সত্তা নাই,

বরং তিনি সুরাহ্ জুমায় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সেই কামেল 'রুয'—পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া। অন্য কথায়, মাহদীর নাম সম্বন্ধে মোহাম্মদ বিন-আবদুল্লাহ্ ব্যক্ত করায়, তাঁহার নাম ও ঠিকানার পরিচয় করানো উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ইহাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, মাহদীর আবির্ভাব রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম-এরই আবির্ভাব এবং মাহদীর অস্তিত্ব তাঁহারই অজুদ স্বরূপ। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম-এর কথায় ইহারই প্রতি সংকেত বিদ্যমান। কারণ, হাদিসে একথা বলা হয় নাই যে, মাহদীর নাম "মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্" হইবে, বরং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসালাম প্রকৃত পক্ষে বলিয়াছেন: "ইয়ুওয়াতি ইসমুহু ইসমি ওইসমু আবিহে ইসমা আবি" ('মিশকাত' বাবু-আশরাতিস সা'আ)—

"মাহদীর নাম আমার নাম হইবে এবং মাহদীর পিতার নাম আমার পিতার নাম হইবে" বলার কৌশলই তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেছে।

দ্বিতীয় কথা, মাহদীর গোত্র সম্বন্ধে অধিক সহীহ উক্তি হইল তিনি আহলে-বাইত বা পৌরজন হইতে হইবেন। অন্যান্য উক্তিগুলি ইহার চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর। ইহাকেও যথার্থ বলিয়া মনে করায় কোন প্রমাদ ঘটে না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, "আখারীনা মিনহুম" ("তোহাদেরই মধ্য হইতে অন্যেরা") সম্বলিত আয়েত অবতীর্ণ হইলে পর সাহাবাগণ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম সালমান ফারসী (রযি আল্লাহ আনহু)-এর পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন: লও কানাল ইমানু মুয়াল্লাকাম বিস্ সুরাইয়া লা নালুহু রাজুলুম মিন হাউলা আয়ে" ('মিশকাত', বাবু জামে উল মনাকেব)—

"ইমান পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া সপ্তর্ষী মণ্ডলে গমন করিলেও এই সব পারস্য দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন উহাকে তথা হইতে ধরায় ফিরিয়া আনিবেন।" অন্য কথায়, তিনি মাহদীকে হযরত সালমানের (রাঃ) জাতি হইতে হইবেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। সালমান (রাযি আল্লাহু আনহু) পারস্য বংশীয় ছিলেন। পক্ষান্তরে, আমরা দেখিতে পাই, আহ্জাব যুদ্ধের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "সালমানু মিন্না আহ্লিল বাইতে"। (তাবারী) অর্থাৎ সালমান আমাদেরই পরিবার ভুক্ত, আমারই আহ্লে-বাইত।" সুতরাং মাহদী সম্বন্ধে 'আহলে বাইত' (পৌরজন) বলাতেও হযরত মীর্যা সাহেবের দাবির বিরোধিতা হয় না, বরং উহারই সমর্থন করে। ইহা একটি সূক্ষ্ম তত্ব। ইহা ভুলা উচিত নয়। পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুত মাহদী এক দিকে সহীহ হাদিস অনুযায়ী পারশ্য বংশীয় বলিয়াও নির্ণীত হন এবং অন্য দিকে সাধারণ

রেওয়ায়েত সমূহ অনুসারে তিনি 'আহলে বাইত' (তাঁহার পরিবারভুক্ত) বলিয়াও সাব্যস্ত হন।

(উল্লেখযোগ্য যে, উল্লেখিত কারণ ছাড়াও হযরত মীর্যা সাহেবের পারশ্য বংশীয় পরিবারের মধ্যে অনেক নানী-দাদীহাসান ও হুসেইন বংশীয় হওয়ার ফলে আহলে-বাইত-এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হন। —সম্পাদক)

ইহা ছাড়া আমরা দেখিতে পাই, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ওসাল্লাম মসিহ ও মাহদী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইয়্‌দফানু মা'য়ী ফি কাব্‌রি"। ('মিশ্‌কাত' কেতাবুল ফেতান, বাবু নজুলে ইসা-ঈবনে মরিয়ম)—

"তিনি আমার সহিত আমার কবরে সমাহিত হইবেন।" ইহাতেও সেই আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নতুবা আল্লাহ পানাহ, কোন দিন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম-এর কবর উপ-ড়ানো এবং উহাতে মসিহ মাহদীকে দাফন করা হইবে, এইরূপ ধারণা করা নির্বুদ্ধিতা ও লজ্জাহীনতার পরিচায়ক মাত্র। কোন সাচ্চা গয়রতশীল মোসলমান কোন মূহুর্তেই ইহা সহ্য করিবে না। সুতরাং ইহাই সত্য যে, এই প্রকার যাবতীয় উক্তি দ্বারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওআলিহী ও সাল্লাম ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মাহদী তাঁহার 'কামেল বরুয' (পূর্ণ প্রতিবিম্ব) হইবেন এবং তাঁহার আগমনে যেন তিনিই (সাঃ) আসিবেন।

[হযরত মীর্যা বশীর আহমদ (রাঃ) প্রণীত পুস্তক "তবলীগে হেদায়াত"-এর বঙ্গানুবাদ হইতে]

অনুবাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

দোয়ার আবেদন

মোয়াল্লেম ওয়াকফে জদীদ মৌঃ আবুল কাসেম আনসারী সাহেব কিছু দিন যাবৎ প্রস্রাব পীড়ায় ভুগিতেছেন। তাঁহার আশু রোগ মুক্তি এবং পূর্ণ সুস্থাতা লাভের জন্য সকলের নিদট দোয়ার আবেদন জানাইতেছেন।

আহমদ শীপার্স এণ্ড ট্রেডার্স

৮, কাতালগঞ্জ রোড

চট্টগ্রাম

ফোন—৮৫৪২৮

পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যু একটি জলন্ত ঐশী নিদর্শন

(প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর লিখিত 'নাজমুল হুদা' নামক আরবী পুস্তকের একাংশের বঙ্গানুবাদ) —মোঃ ছালাহ উদ্দিন খন্দকার

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ঘটনাদ্বয়ের পর যে সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ নিদর্শনাবলী মানব হৃদয়ে গভীর দাগ কাটিয়াছে, পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যুর ঘটনা ইহাদের অন্যতম। এই ব্যক্তি ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল। ইসলামের নামে অপবাদ দেওয়া এবং ইহার পবিত্র রসুল (সাঃ)-কে গালি দেওয়া তাহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে সে তাহার কোন কোন ভ্রাতাদের নিকট জানিতে পারে যে, কাদিয়ানে আবির্ভূত এক ব্যক্তি ঐশী-বাণী প্রাপ্ত হওয়ার এবং অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের দাবি করেন। তিনি ইহাও দাবি করেন যে একমাত্র ইসলামই সত্য ধর্ম এবং ইহার যে কোন বিরুদ্ধাচারনকারীই ভ্রমে নিপতিত—এই সংবাদে তাহার কৌতুহল জাগিল এবং সে কাদিয়ান দর্শন করিতে মনস্থ করিল।

তাহার চেহারা হইতে যতদূত প্রতীয়মান হয়, তখন তাহার বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর, অথবা সম্ভবতঃ কিছু কম। সে আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে ঐ সমস্ত স্বর্গীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিতে বলে এবং সে কতক নিদর্শন স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করা অবধি কাদিয়ান গ্রাম পরিত্যাগ করিবে না বলিয়া আমাকে জানায় অন্যথায় আমার অপারগতা স্বীকার করিবার জন্য আমাকে চাপ দেয়। তাহার প্রস্থানের পূর্বে তাহাকে কতক স্বর্গীয় চিহ্ন প্রদর্শন করিতেই হইবে এই বলিয়াও সে দাবি জানায়। সে এক অজ্ঞ ব্যক্তি ছিল। তাহার মধ্যে শালীনতারও অভাব ছিল, সে আমাকে এই ভাবে বার বার অনুরোধ করিতেছিল এবং তাহার আধ্যাত্মিক বন্ধ্যাত্বতা হেতু সে অবিরত একগুঁয়েমীর সহিত তাহার উক্ত দাবি পেশ করিয়া যাইতে-ছিল। সে বাস্তবিকই এমন এক দেহবিশিষ্ট ছিল যাহার মধ্যে কোন প্রকার আধ্যাত্মিক জীবন ও জ্ঞানের আলোর লেশ মাত্রও ছিল না। আমি একজন প্রতারক ইহাই তাহার মনে স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। তাহার সহচরগণই তাহাকে এই ধারনার বশবর্তী করে এবং এই ধারনার ফলেই তাহার বিচার বুদ্ধি লোপ পায়। সে কোনও একদিন আমার নিকট আসে এবং তাহাকে অবশ্যই দৈবচিহ্ন দেখা-ইতে হইবে এই বলিয়া আমাকে চাপ প্রয়োগ করে। সে ঔদ্ধত্যের সহিত আমার দিকে তাকাইয়া বলে যে তাহাকে অবশ্যই স্বর্গীয় নিদর্শন প্রদর্শন করিতে হইবে, অথবা আমার প্রতারনা স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ

সে কাদিয়ান গ্রাম পরিত্যাগ করিবে না। তাহার এই রূপ উক্তিতে সভায় উপস্থিত সকলেই মর্মাহত হইল। ধৈর্য্য ধারণ ও তাহার উত্তেজনা উপশম করার জন্য আমি তাহাকে উপদেশ প্রদান করি। অতঃপর তাহাকে বলিলাম যে, স্বর্গীয় নিদর্শনাবলী কোন ব্যক্তি তাহার পদযুগলের চতুর্দিকে ছড়ানবস্থায় দেখিতে পায় এবং বলামাত্রই দেখাইতে পারে এইরূপ নিছক বস্তুসমূহের শ্রেণীভূক্ত নহে। আল্লাহতায়ালাই এই নিদর্শনাবলীর অধিকারী এবং উপযুক্ত সময়েই তিনি তাহা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কাজেই বন্য ষাঁড়ের ন্যায় তাহার একগুঁয়ে হওয়া উচিত নয়। তাহাকে বিরুদ্ধাচরনের মনোভাব পরিহার করা উচিত। দৈবচিহ্নের অন্বেষণ কারীকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে হয়, কারণ ইহা আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে প্রকাশ পায় এবং ইহার বিকাশ তাহার ভক্তের বিনীত নিবেদনের উপরই নির্ভরশীল। তাহাকে আমার সান্নিধ্যে বৎসরকাল থাকিতে হইবে। ইহা তাহার জন্য মঙ্গলজনক হইবে। ইহাতে আল্লাহতায়ালা তাহার নিকট কতিপয় নিদর্শনের বিকাশ ঘটাইতে পারেন এবং তাহাকে বিশ্বাসের নিশ্চয়তা এবং মানসিক পরিতৃপ্তি দান করিতে পারেন। ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস বলিয়া লেখরামকে জানাইলাম। কাজেই সে যদি সত্যের অন্বেষনকারী হইয়া থাকে তবে তাহাকে সেই সময় অবধি ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিতে হইবে। আমার এই উপদেশবাণীতে তাহার মধ্যে কিন্তু কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। সে অপবাদ দেওয়া হইতে বিরত হয় নাই। অতঃপর আমি তাহাকে বলিলাম, "আচ্ছা, আপনি যদি অপেক্ষা করিতে না পারেন এবং আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া প্রত্যাগমন করিতেই মনস্থ করিয়া থাকেন। তবে নিশ্চয়ই আপনি স্বাধীনভাবে প্রস্থান করিতে পারেন এবং ভবিষ্যতে আমার প্রতি আগত ঐশীবাণীর অপেক্ষা করিতে পারেন।" কাজেই সে বিনা বাক্য ব্যয়ে ক্রোধভরে প্রস্থান করে। সে তখন আর এক নূতন পন্থা অবলম্বন করে। আমার কীর্তিকলাপ বিনষ্ট করার মানসে এবং সমগ্র পৃথিবীর চক্ষে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সভায় সে আমার প্রসঙ্গে হাসি-বিদ্রূপের সহিত উত্থাপন করিতে থাকে। এতদুদ্দেশ্যে সে প্রায়ই মিথ্যা ও জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এইরূপে তাহার ধ্বংসও ত্বরান্বিত করিতে থাকে। সে সাধুতার পথ হইতে ক্রমাগত বহু দূরে সরিয়া পড়ে এবং বহু মিথ্যা আবিষ্কার করিয়া লয়। বহু অপবাদ রটনা করে এবং পবিত্র রসুল (সাঃ) এর উপর বহু গালি বর্ষণ করে। পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর বহু দূরে কুৎসা রটনা করা তাহার দৈনন্দিন কাজে পরিণত হয়। তাহার লেখায় সে সকল সংকোচ ভাব পরিহার করে এবং আধ্যাত্মিক

গগনের উজ্জ্বল চক্র-স্বরূপ সকল মহান ব্যক্তি-বর্গের উপর গালি বর্ষণ করিতে থাকে। আল্লাহ্‌র অতি প্রিয় ব্যক্তিদের দোষ বাহির করা সে তাহার অভ্যাসে পরিণত করে। অতঃপর আল্লাহতায়ালা তাহার কার্যকলাপের অসারতা সপ্রমাণ করিতে চাহিলেন। তিনি মানব মণ্ডলীর নিকট তাহার আভ্যন্তরীণ কলুষ প্রকাশ করিতে এবং তাহাকেই স্বীয় শক্তিশালী নিদর্শনাবলীর এক নিদর্শনে পরিণত কবিতে ইচ্ছা করিলেন। তদনুসারে আল্লাহ্‌-তায়ালার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার এবং তাঁহার নিদর্শন প্রকাশের সময় যখন ঘনীভূত হইয়া আসিল। লেখরাম তখন আমাকে এক পত্রে আমার সেই প্রতিশ্রুত নিদর্শন কোথায় এবং এতক্ষনে আমার প্রতারনা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কিনা এতদ্‌সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করে। সে আমাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে এবং আমাকে নীচ ব্যক্তির ন্যায় অতি কটু ভাষায় গালি দেয়।

এই কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী পণ্ডিত লেখরামের স্বজাতিরাই তাহাকে ঐশী নিদর্শনের দাবীতে উৎসাহিত করে। তাহারা আমার সম্পর্কে তাহার নিকট বহু মিথ্যা ঘটনা বর্ণনা করে। ইহাতে সে বড় উৎসাহ বোধ করে এবং তাহার মধ্যে প্রথম যে ভয়ের সঞ্চার হয় তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। তাহারা অবিরত তাহাকে জানায় যে, আমি একজন প্রতারক ও মিথ্যাবাদী এবং আমার যাদুমন্ত্রে পতিত না হওয়ার জন্য তাহাকে সাবধান করে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি কাদিয়ানের এই সমস্ত লোকেরাই তাহার মৃত্যুর পরিণতির জন্য দায়ী কারণ তাহারাই তাহাকে আমার বিরুদ্ধাচরনে অবিরত উৎসাহিত করিতে থাকে এবং শপথ অবলম্বন করিয়া তাহাকে নিশ্চয়তা দান করে। এইরূপ কার্য-কলাপের দ্বারা এই সমস্ত ব্যক্তি-বর্গ তাহার বন্ধু হওয়া ত দূরের কথা, তাহার নিকৃষ্ট শত্রুর পরিচয় দিয়াছে, কারণ তাহাদের মিথ্যা নিশ্চয়তা দানেই তাহার হৃদয় এত কঠোর হইয়া যায়। সে তাহাদের গল্প-কাহিনী বিশ্বাস করিয়াই ভীষণ বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়। প্রকৃত পক্ষে কোনও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার মানসে আমার সাহচর্য্যে কিছু কাল কাটাইবার জন্য সে প্রথম ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু এই সমস্ত লোকেরাই ইহাতে হস্তক্ষেপ করে ও তাহার মন পরিবর্তনে তাহাকে প্রবৃত্ত করে, কারণ তাহাদের আশঙ্কা ছিল যে, পণ্ডিত লেখরাম আমার সাহচর্য্যের ফলে প্রভাবান্বিত হইয়া যাইতে পারে। আমার পরিবেশে থাকা তাহার কোনই কাজে আসিবে না এই বলিয়া তাহারা তাহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করে, কেননা আমার সম্পর্কে তাহারা পূর্ব হইতেই ভাল করিয়া সব জানে। লেখরাম কাদিয়ানে প্রায় এক মাস কাটায় এবং তাহাদের নিকট বহু মিথ্যা গল্প শুনে। এইগুলিই অবশেষে তাহার মনকে অপবিত্র

অগ্নিশিখায় প্রজ্জলিত করে এবং আলকাতরার কালিমায় আবৃত করে। সে তাহার হৃদয়ে শত্রুতার প্রজ্জলিত আগুন পোষণ করিয়া কাদিয়ান পরিত্যাগ করে এবং ঐশী নিদর্শনের দাবি করিতেই থাকে। প্রকৃতপক্ষে স্বর্গীয় চিহ্নের সম্ভাবনায় তাহার কোন বিশ্বাসই ছিল না কিন্তু তাহার স্বজাতির মধ্যে শুধু খ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যেই নিদর্শনের দাবিতে সে অটল থাকে। পরে এইরূপ ঘটিল যে তাহার কাদিয়ান পরিত্যাগের পরই আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম। আমি দেখিলাম যে, এক উজ্জল চকচকে তলোয়ার হাতে এক শূন্য মাঠে আমি দাঁড়াইয়াছি। আমি লেখরামকে আমার পদতলে মৃতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম। আমি তলোয়ার দ্বারা তাহার মস্তকটা এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে নাড়াচাড়া করিলাম। এই সময় কেহ ডাকিয়া বলিল, "সে চলিয়া গিয়াছে এবং আর কখনও কাদিয়ানে ফিরিয়া আসিবে না।' বাস্তবিকই এইরূপই ঘটিল যে তাহার মৃত্যুর সংবাদ আসা অবধি সে আর কখনও কাদিয়ান গ্রামে ফিরিয়া আসে নাই। ঘটনা এই, কাদিয়ান হইতে তাহার প্রস্থানের পর সে তাহার ঐশী নিদর্শনের দাবীতে চাপ দিতে থাকে এবং তাহার তিরস্কার ও অপবাদ করার কাজে লিপ্ত থাকে। আমি তখন আল্লাহতায়ালার দিকে মনোনিবেশ করিলাম এবং এক শক্তিশালী নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে আল্লাহতায়ালা আমাকে জানাইলেন যে, লেখরাম পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে এক ভীষণ দৈবদুর্বিপাকে প্রাণ হারাইবে এবং তাহার মৃত্যু এক ঈদ-উৎসবের পরের দিন ঘটিবে। আমি লেখরামকে এই ঐশী-ভবিষ্যতবাণীর কথা জানাইলাম, কিন্তু ইহাতে তাহার ভর্ৎসনা ও অপবাদের কাজ বাড়িয়াই চলিল। সে আমাকে এক পত্রে জানাইল যে, পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে আমি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইব। সে তাহার এই ভবিষ্যৎবাণী প্রচার করিল এবং আমার মৃত্যু সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের কতক অনুলিপিও আমার নিকট প্রেরণ করিল। কয়েকটি জনসভায় সে তাহার এই ভবিষ্যৎবাণী পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করে। আমি তখন লিখিয়া জানাইলাম যে, সমস্ত বিষয়টার মীমাংসাই এখন আল্লাহর নিকট। যদি সে তাহার ভবিষ্যৎবাণীতে সত্য হইয়া থাকে, তবে আল্লাহতায়ালা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন। পক্ষান্তরে আমি যদি সত্য বলিয়া থাকি, তবে আল্লাহতায়ালা তাঁহার কৃপা ও করুণায় আমার সত্যতা প্রকাশ করিবেন, কেননা তিনি সর্বদা ধর্মভীরু ও সত্যবাদীর সাথে বন্ধুত্ব করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাবাদীকে কখনও সাহায্য করেন না। (ক্রমশঃ)

জরুরী সারকুলার

রমজান শরীফ প্রসঙ্গে

পবিত্র রমজান মাস সমাগত প্রায়। এই মুবারক মাসে যাহাতে কোরআন শরীফের দরস বা-কায়েদা অনুষ্ঠিত হয়. সেই জন্য মুরুব্বী মোয়াল্লেম সাহেবানকে ইন্তেজাম করার অনুরোধ করা যাইতেছে। যেখানে কোন মুরুব্বী বা মোয়াল্লেম নাই সেই জামাতে প্রেসিডেন্ট সাহেব দরসের ব্যবস্থা করিবেন এবং অত্র অফিসে আমীর সাহেবের অবগতির জন্য রিপোর্ট পাঠাইবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ও সগৃহে অবস্থিত সকল বন্ধু বিনা ব্যতিক্রমে যাহাতে রোজা রাখেন সেই সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ও মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান সযত্ন নেগরানী রাখিবেন। যাহারা শারয়ী কারণে রোজা রাখিতে অক্ষম. তাহারা মাসিক কমপক্ষে ১০০ টাকা হারে ফিদিয়া জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। এই ফাণ্ডের একাংশ রোজা চলাকালীন স্থানীয় দুস্থ আহমদী ভ্রাতাদের মধ্যে সাহায্য হিসাবে দিবেন।

চাউলের কন্ট্রল দর অনুযায়ী এবার মাথা পিছু ৪ টাকা হারে ফিতরানা ধার্য করা হইয়াছে। ফিতরানা আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে সকলের জন্য এমনকি একদিনের নব জাত শিশুর জন্যও ফিতরানা দেওয়া লাজেমী। রমজানের ২০ তারিখের মধ্যে সকল ফিতরানা আদায় করিয়া. উহা স্থানীয় জামাতে অভাবী পরিবারের মধ্যে ঈদের অন্তত তিন দিন পূর্বে বিতরণ করিবেন। মোট ফিতরানার ১০ অংশ কেন্দ্রে পাঠাইতে হইবে। যে জমাতে স্থানীয় ভাবে ফিতরানা পাইবার অভাবী পরিবার নাই, সেই জমাত সমস্ত বা উদ্বৃত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইবেন।

রমজান মাস ইবাদত বন্দেগীর এক বিরাট মওকা বহন করিয়া আনে। সকল ভ্রাতা ভগ্নি নামাজ তাহাজ্জুদ, নফল ইবাদত, তেলাওয়াতে কোরআন, দরুদ, এস্তেগফার, দেয়ো ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিবেন। যেখানে সম্ভব নামাজ তাহাজ্জুদ/তারাবীহ বাজামাত ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেহ (আঃ)-এর দীর্ঘায়ু ও পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য এবং সারা বিশ্বে ইসলাম ও আহমদীয়তের বিজয়ের জন্য ব্যক্তিগত ও ইজতেমায়ী দোয়া জারি রাখিবেন।

।। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর কিতাবের পরীক্ষা ।।

(ক) আগামী ২৭ শে অক্টোবর সকাল ৯ ঘটিকায় মুরুব্বী/মোয়াল্লেমদের পূর্ব ঘোষিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। সদর মুরুব্বী সাহেবের নামে প্রশ্ন পত্র অত্র অফিস হইতে যথা

সময়ে পাঠানো হইবে। তাঁহারা নির্ধারিত সময়ে প্রশ্ন পত্র খুলিবেন এবং পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বইয়ের সাহায্য ছাড়াই উত্তর দিবেন এবং পরীক্ষার খাতা আমীর সাহেবের নামে রেজেষ্ট্রী করিয়া পাঠাইবেন। মোয়াল্লেমদের পরীক্ষার জল স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব নিজে প্রশ্ন পত্র খুলিবেন ও তাহার উপস্থিতিতে মোয়াল্লেমের পরীক্ষা লিখিত ভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার পর খাতা আমীর সাহেবের নামে পাঠাইতে হইবে।

(খ) জামাতের সকলের জন্য আগামী ৯ই নবেম্বর ১৯৭৫ ইং সনের বেলা ৯ ঘটিকায় "আমাদের শিক্ষা" পুস্তকের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাতে অংশ গ্রহন করা সকল আনসার, খুদ্দাম ও লাজনার জন্য প্রেয়োজনীয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব নিজ তত্বাবধানে উপরোক্ত পরীক্ষা গ্রহন করিবেন। পরীক্ষা গ্রহনের পর খাতা আমীর সাহেবের নামে পাঠাইবেন। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন।

সেক্রেটারী, ইসলাহ্ ও ইরশাদ
বাংঃ আঃ আঃ, ঢাকা

শোক সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলস্থ বিষ্ণুপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মৌঃ উজির আলী মাষ্টার সাহেব গত ২২—৭—৭৫ইং তারিখে রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে ৯ ঘটিকায় তাঁহার নিজস্ব বাস-ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহে .... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৮০ বৎসর। তিনি এক পুত্র, এক মেয়ে ও অনেক নাতি নাতনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ আহমদী। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিষ্ণুপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁহার, প্রচেষ্টায় বিষ্ণপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহার তবলিগে প্রায় ৩০ জন ব্যক্তি বয়েত করিয়া আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জামাতের খেদমত করিয়াছেন। তাঁহার রুহের মাগফেরাতের জন্য বন্ধুগণ খাস ভাবে দোয়া করিবেন।

তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমা

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে আতফালুল আহমদীয়ার উদ্যোগে আহমদীপাড়াস্থ মসজিদে মোবারক প্রাঙ্গণে আগামী ১৮ই আগষ্ট হইতে ২৩শে আগষ্ট পর্যন্ত তরবিয়তী ক্লাস এবং ২৪শে আগষ্ট ১৯৭৫ইং রোজ রবিবার ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে।

নিবেদক
আনিছুর রহমান
নাযেম আতফাল, বি, বাড়ীয়া।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ")

(আইয়ামুস্ সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.